দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 25 JAN 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

19

05

যে সমস্যা এখন এক নম্বরে

স্কুল–কলেজে ঠিকভাবে লেখাপড়া হয় না। এ অভিযোগ খাটে প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে। দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়তো আছে। কিন্তু এটা তো সত্য যে উপসর্গের অভাব নেই। আজ সন্ত্রাস, কাল ধর্মঘট। কোথাও শিক্ষকের পদ শূন্য। এ রকম একশ' একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। সম্প্রতি যোগ হয়েছে আরও একটি কারণ যা অন্য সবগুলোকে টপকে এক নম্বরে চলে এসেছে।

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। স্কুলগুলোতে ভর্তির পর্ব প্রায় শেষ। এখন পুরোদমে পড়াশোনা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু এ বছরের জন্য নতুন পাঠ্যবই এখনও বাজারে আসেনি। মাধ্যমিক পর্বের ছাত্রছাত্রীরা নতুন বই পাচ্ছে না। বই–এর অভাবে নতুন শিক্ষাবর্ষে স্কুলে লেখাপড়া শুরু করা যাচ্ছে না।

ঢাকার বই–এর দোকানীরা নতুন বর্ষের শিক্ষার্থীদের হাতে বই দিতে পারছেন না। সেটা তাদেরও মনোবেদনার কারণ। তারা জানতে পেরেছেন দু'চারদিনের মধ্যেই নতুন বই এসে যাবে। শিক্ষার্থীদের সে মর্মে আশ্বাস দিচ্ছেন। কিন্তু কেন বই পাওয়া যাচ্ছে না এবং কবে থেকে পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের পরিষ্কার বক্তব্য থাকা দরকার।

রাজধানীতেই যখন পাঠ্যবই–এর এমন সংকট, জেলা–উপজেলাগুলোতে যে কি অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে, বগুড়ায় পাঠ্যপুস্তকের চরম সংকট চলছে। নতুন বই কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এ বছর এখন পর্যন্ত কোন নতুন পাঠ্যবই নাকি ছাপা হয়নি। গত বছরের পাঠ্যবই সরবরাহ করা হচ্ছে। বাজারে সে বইও চাহিদার তুলনায় কম। সুযোগ বুঝে অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ীরা বই–এর দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। পুরনো বছরের বই বেশী দামে কিনতে হচ্ছে।

নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পড়াশোনার দিকে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ একটু বেশী থাকে। নতুন বই হাতে না পাওয়ায় সে উৎসাহে ভাটা পড়েছে। একেবারে বিসমিল্লাহয় গলদ।

এ সমস্যা প্রায় প্রতিবছরই দেখা দেয়। সময়মত ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই পৌছায় না। বছরের শুরুতে ২/১ মাস নষ্ট হয় এভাবে। বিশেষভাবে উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে এ সমস্যা প্রকট। এবার খোদ রাজধানীও এ সংকটের কবলে পড়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের উদ্যোগে বই ছাপানো ও বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। কোথায় কার গাফিলতিতে পাঠ্যবই–এর সংকট দেখা দিয়েছে তা খোঁজ করে দেখা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। রোগের কারণ ধরতে না পারলে তা দূর করা যাবে না। এরকম সংকটের বোঝা পরের বছরও টানতে হবে।

পানি ছাড়া মাছ বাঁচে না। বাতাস ছাড়া মানুষ বাঁচে না। আর পাঠ্যবই ছাড়া ছাত্রজীবন অচল। স্কুল–কলেজে যেন নিয়মিত লেখাপড়া হয় সে ব্যাপারে সরকার ও কর্তৃপক্ষ যারপরনাই চেষ্টা করছেন। যেসব সমস্যার কারণে লেখাপড়ায় অসুবিধা হয় সেগুলো দূর করার কথা বলছেন। তাই যদি হয়, তাহলে এক নম্বর সমস্যাটি আগে দূর করুন। ছাত্রছাত্রীদের হাতে দ্রুত পাঠ্যবই পৌছানোর ব্যবস্থা করুন। পাঠ্যবই–ই যদি না থাকে, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান হবে কিভাবে?